দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩..

পিইডিপি-টু সম্পর্কে সুশীল সমাজের মূল্যায়ন

ভালো শিক্ষক ছাড়া গুণগত প্রাইমারী শিক্ষা অসম্ভব

সরকার ও দাতারা চায় ভালো ভবন

স্টাফ রিপোর্টার

মানসম্মত শিক্ষার অভাবই বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যা। আর মানসম্মত শিক্ষক না থাকার কারণেই মানসম্মত শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সরকার ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো এই মানসম্মত শিক্ষকের ব্যবস্থা না করে শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে ভবন নির্মাণ

পৃঃ ২ কঃ ৭

ভালো শিক্ষক ছাড়া গুণগত

১২-এর পৃষ্ঠার পর

এবং বিভিন্ন কেনাকাটার ওপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে যোগ্য শিক্ষকের অভাবে সরকার পরিচালনাধীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জন সুদূর পরাহতই থেকে যাচ্ছে। মানসম্মত বেতন কাঠামো এবং মানসম্মত নিয়োগ প্রক্রিয়া ছাড়া প্রাইমারী শিক্ষায় কখনোই মানসম্মত শিক্ষক পাওয়া যাবে না।

সরকারের দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-টু) সম্পর্কে সুশীল সমাজের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সভায় গতকাল বক্তারা একথা বলেছেন। ঢাকার এলজিইডি ভবনে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত এ মূল্যায়ন সভায় বক্তব্য রাখেন– প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) বাংলাদেশ প্রতিনিধি হুয়াদু, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর যুগ্ম পরিচালক চৌধুরী মুফাদ আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর নাজমুল হক, ব্র্যাকের শিক্ষা পরিচালক ডঃ শফিকুল ইসলাম, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউএসএ'র পরিচালক (শিক্ষা) এম হাবিবুর রহমান, আহসানিয়া মিশনের পরিচালক (গবেষণা) ডঃ এম আহমেদুল্লাহ মিয়া, প্রফেসর সালেহ আহমেদ, ডঃ মনজুর আহমেদ, ডঃ মাহমুদ হাসান প্রমুখ। তারা দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কে একটি সিভিল সোসাইটি অ্যাডভাইজারী কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন।